[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তদন্ত প্রতিবেদনে ৫ জনকে অভিযুক্ত করা হলেও মামলার আসামী সাহারবানু মারা যাওয়ায় তাকে মামলার দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও সুপারিস করা হয়েছে।

এ মামলায় আসামি করা হয়েছে মীর কামরুজ্জামান ওরফে লেলিন, তার ভাই আব্দুর রহিম (৬০), আব্দুল করিম (৬২) ও বোন নিলুফা ইয়াসমীন (৫১)। এ মামলার প্রধান আসামি মীর কামরুজ্জামান লেলিন এর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ১৯৩/১৯৬/৪০৬/৪২০/৪০১৭/৪১৯/৪৬৪/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়া ভাই আব্দুল করিম, আব্দুর রহিম ও নিলুফা ইয়াসমীনের বিরুদ্ধে পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তি নয়, জেনেও অপরের সম্পত্তি তার পিতার সম্পত্তি হিসেবে জালিয়াতি পূর্বক সৃজন করে তা সঠিক হিসেবে ব্যাবহার করে জাল দলিল তৈরী করা ও তা নামজারি করায় তাদের বিরুদ্ধে পেনাল কোর্ডের ১৯৩/১৯৬/৪০৬/৪২০/৪১৭/৪১৯/৪৬৪/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৩৪ ধারায় প্রাথমিকভাবে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে বলে তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান লেলিন, তার ভাই আব্দুল করিম, আব্দুর রহিম ও বোন নিলুফা ইয়াসমীন একই গ্রামের মেম্বর আজগর আলী, আব্দুল মান্নান ও লুৎফর রহমান শাহ’র ১৫ শতক জমি জাল দলিল করে রেজিস্ট্রি করে নেন মীর কামরুজ্জামান। এই জমি শুধু জাল করে রেজিস্ট্রি করেই ক্ষান্ত হননি খারিজ করে নেন। জমির দাগ নং ৪৪৪৪ ও ৪৪৫০, যার দলিল নং ৯০৯৩/১৪।

এঘটনায় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সরকার,“ প্রতিবেশী, আপন ভাই বাদ যায়নি কেউ মীর কারুজ্জামানের হাত থেকে, প্রতারনায় ছুঁয়েছেন আসামন” শিরোনামে বিগত ১২/০৪/২০২২ ইং তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ স্বপ্রণোদিত মামলা করেন। মামলাটি পিবিআইকে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। প্রতিবেদনে মীর কামরুজ্জামান ও তার দুই ভাই আব্দুর রহিম, আব্দুল করিম ও বোন নিলুফা ইয়াসমীনকে আসামি করা হয়। তার মাকেও এই মামলায় আসামি করা হয়েছিল। তার মা মারা যাওয়ায় মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মীর কামরুজ্জামান লেলিন নিজেকে কখনো

হাইকোর্টের আইনজীবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিকসহ নানা ভূয়াঁ পরিচয় দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছিলেন। মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় তাকে নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ রির্পোট লেখা পর্যন্ত কামরুজ্জামান লেলিন গ্রেফতার এড়াতে গা ঢাকা দিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে প্রতারকের হাত থেকে রেহাই পেতে ভুক্তভোগী গ্রামবাসীর সংবাদ সম্মেলন

প্রতারক মাসুদ রানা পারভেজের হাত থেকে রেহাই পেতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী। বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুরের বহিরগাছি গ্রামের সমাজ কল্যান ভবনে এ সম্মেলন করেন তারা। গ্রামবাসীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ওই গ্রামের হাসান তারিখ।

এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন,ওই গ্রামের ভুক্তভোগি রেজাউল করিম,রফিকুল মন্ডল, মামুনুর রশীদ,গোলাম রসুল,আব্দুর রাজ্জাক,মিরাজ হোসেন,সব্দুল মন্ডল,লিমন মন্ডল,ইদু মন্ডল ও পারভেজের চাচা আব্দুর রহমান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন গ্রামের শতাধিক নারী পুরুষ।

হাসান তারিখ বলেন,মাসুদ রানা পারভেজ (৪০)। সে বহিরগাছি গ্রামের ওসমান গনির ছেলে। পারভেজ পিতা-মাতার বড় সন্তান। লেখা -পড়া করা কালীন থেকে সে প্রতারনা শুরু করেন।

ওই সময় এলাকার কিছু মানুষের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে চলে যান ঢাকায়। ওখানে অনেক দিন গাঁ ঢাকা দিয়ে থাকেন। এরপর আগের ঘটনাগুলো চাপা পড়ায় কয়েক বছর ধরে সে গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেছেন। ফিরে গেছেন আগের চেহারায়। এলাকায় কোন ঘটনা ঘটলে চাঁদা দাবি করেন পুলিশের ভয় দেখিয়ে। না হয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের ভয় দেখিয়ে।

এবার প্রতারনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো দুটি হাতিয়ার। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করেন। আর এর সুবাদে পুলিশের সঙ্গে তাঁর ভাল জানাশোনা। এ ভয়ে এতকিছুর পরও ভুক্তভোগিরা নিশ্চুপ ছিল।

আর এ সব প্রতারনার স্বীকার হয়েছেন,ওই গ্রামের রেজাউল করিম,রফিকুল মন্ডল, মামুনুর রশীদ,গোলাম রসুল,আব্দুর রাজ্জাক,মিরাজ হোসেন,বিকাশ বিশ্বাস, সাকিব হোসন,বাবু,কালিগঞ্জের অনিল বিশ্বাস, অজয় বিশ্বাস ও কোটচাঁদপুরের তালসার গ্রামের ছায়েরা বেগম।

আর সম্প্রতি শিকার হয়েছেন সরকারি কর্মচারি ইকরামূল হক। গাছ কাটার বিষয় নিয়ে চাঁদা দাবি করেন পারভেজ। ওই টাকা না পেয়ে কথা কাটাকাটি হয় তাদের মধ্যে। একপর্যায় তাকে মেরে হাত ভেঙ্গে দেন মাসুদ রানা। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ ও করেছেন ভুক্তভোগী।

এরপর থেকে মুখ খুলতে থাকেন গ্রামবাসী। আয়োজন করেন সংবাদ সম্মেলনের। বিষয়টি নিয়ে মাসুদ রানা পারভেজের চাচা আব্দুর রহমান বলেন,সকল ভাল কাজের সঙ্গে থাকেন ইকরামুল হক নামের ওই ছেলে। তাকেও সে হয়রানি করেছে। মেরে হাত ভেঙ্গে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, সে আমার ভাইপো হলে কি হবে। তার অপকর্মের দায় কে নিবে। আমিও তাঁর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে মাসুদ রানা পারভেজ বলেন,আমি একটা সরকারি গাছ কাটার ব্যাপারে বাধা দিই। এতে করে তারা আমার উপর রাগান্বিত হয়। মারতে যায়। ওই ঘটনায় আমি কাউকে মারিনি।

গ্রামবাসীর অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,অভিযোগ একজন করতেই পারেন। তবে সেটা তো প্রমানিত হতে হবে।

গাংনীতে বিভিন্ন বাহিনীর পরিচয়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে জাল দলিল করে খাস জমি বিক্রি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে প্রতারক

ভূঁয়া জাতীয় পরিচয়পত্র ও জাল দলিল প্রস্তুত করে খাস খতিয়ানভূক্ত প্রায় আড়াই বিঘা জমি বিক্রি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে পড়েছেন গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের মোঃ আবুল কাশেম নামের এক ভূমি প্রতারক।

এঘটনায় গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানার বাদী হয়ে গাংনী ওই প্রতারকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের জসিম উদ্দীনের ছেলে মো: আবুল কাশেম যার (এনআইডি নম্বর ১৪৬৩১৪৮১৩৮)গত সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর)প্রায় সাড়ে ৭৬ শতক সরকারি খাস খতিয়ান ভুক্ত (অর্পিত সম্পত্তি) জমি মো: আবুল কাশেম নিজের নামে জাল দলিল সৃষ্টি করে বিক্রির জন্য সাবরেজিস্ট্রি অফিসে আসেন।

বিষয়টি সাবরেজিস্ট্রারের সন্দেহ হলে তাৎক্ষনিকভাবে উপজেলা ভূমি অফিসে খোঁজ নেন।খোঁজ নিলে এই ভূমি জালিয়াতির তথ্য বেরিয়ে আসে।

দলিল লেখক মোঃ নাসির উদ্দিন (সনদ নম্বর ০২)দলিলটি মুসাবিদা করে দেন।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২৩ জুন তারিখের মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালযয়ের রেকর্ড রুমের দায়িত্বে থাকা প্রস্তুতকারক, তুলনাকারী, রেকর্ড কিপার, সহকারী কমিশনারের জাল স্বাক্ষরে ৪টি আর এস রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি সৃষ্টি করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনারের মালিকানায় না দিয়ে এই খাস জমির মালিক প্রজা কলামে আবুল কাশেমসহ কয়েকজনের নাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই সার্টিফাইড কপির ভীত শক্ত করতে প্রত্যেকটি রেকর্ড এর খাজনা দাখিলা যা অনলাইন বা ডিজিটাল প্রকৃতির এবং মটমূড়া ইউনিয়ন তহশিলদার বদরুন্নাহার স্বাক্ষরিত জমা দেওয়া হয়েছে। পরে এগুলো যাচাই বাছাইয়ে জাল পাওয়া গেছে।

সাবরেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা জালিয়াত চক্রের হোতা আবুল কাশেমের নামে রেজিস্টারিং অফিসারের রেকর্ড ও নামজারির সঠিকতা যাচায়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং তার জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।আবুল কাশেমের দাখিল করা কাগজপত্র ও ব্যক্তির পরিচয় যাচাইও সম্ভব হয় না।

পরে দলিল এবং এল টি (ল্যান্ড ট্রান্সফার) নোটিশের সাথে সংযুক্ত জাল রেকর্ড ও জাল দাখিলা সমূহ জব্দ করা হয়েছে। তবে, বিষয়টি বুঝতে পেরে আবুল কাশেম পালিয়ে যায়।

জালিয়াতির ঘটনাটি সাধারণ ডায়েরি ভুক্ত করার জন্য আজ ৬ সেপ্টেম্বর) বিকাল গাংনী থানায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।

এব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মো. মাহফুজ রানা বলেন, “সরকারি খাস জমি বা অর্পিত সম্পত্তি কোন ভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। কেউ জালিয়াতি করে রেকর্ড সৃজন করলে আমাদের কাছে কোন ডাটাবেইজ নেই যে ধরা যাবে। আবার, নিবন্ধন বিধিমালার বিধি ৪২ এ রেজিস্টারিং অফিসারের দায়মুক্তি থাকলেও আমরা সদা সচেতন থাকি।

ঘটনাটি সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় জেলা রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট অভিযোগটি জব্দকৃত কাগজপত্র ও দলিল সহ

প্রতারক কামরুজ্জামানের কাছে থেকে জমি ফিরে পেলেন আরেক ভুক্তভোগী

প্রতারক সেই মীর কামরুজ্জামানের কাছ থেকে ২য় দফায় সরকারি ১০ শতক জমির খারিজ বাতিল করেছেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)। এর মধ্যে সরকারের দখলে ৬ শতক এবং ভ’ক্তভোগী বানুয়ারাকে ৪ শতক জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার বাদি বানুয়ারা খাতুনের অভিযোগের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম।

গাংনীতে সরকারি ১০ শতকের মধ্যে পোনে ৯ শতক জমিসহ ৩ অসহায়ের জমি নিজ নামে জাল খারিজ করে নেন তেরাইলের মীর কামরুজ্জামান।

গাংনী উপজেলা নির্বাহি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, মীর কামরুজ্জামানের পিতা মীর লুৎফর রহমানকে পোনে ৯ শতক জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

পরে ২০০৫ সালে মীর লুৎফর রহমানের বন্দোবস্ত বাতিল করেন জেলা প্রশাসক স্যার। কিন্তু মীর কামরুজ্জামান ওই বন্দোবস্ত গোপন করে জমি খারিজ করে নেন।

ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের শুনানী করা হয়। শুনানি মীর কামরুজ্জামানের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে টেম্পারিংয়ের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এবং সরকারি খাস জমির খারিজ বাতিল করা হয়। এর মধ্যে বন্দোবস্তর ৪ শতক জমি বানুয়ারাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে গত ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শূনানী শেষে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী ২ জনের তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের দাগ ৪৪৪৮ এবং ৪৪৪৯ জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হলে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস.এম শরিয়ত উল্লাহ বিষয়টি আমলে নিয়ে স্বপ্রনোদিত মামলা করেন।

মামলায় পিবিআই কুষ্টিয়াকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে তিন জনকে তাদের জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তাই খারিজ জালিয়াতির ক্ষেত্রে আশ্রয় নেন এই সব প্রতারণার ১৯৯৫ সালের কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের ভুয়া খারিজের কপি যার নম্বর ৯৭৩ /১পি-১ম/১৯৯৫-১৯৯৬ হোল্ডিং নম্বর ২৫৮৭ দাগ ৪৪৫১ দেখিয়ে ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করেন কামরুজ্জামান লেলিন।

তবে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিসের ঐ ২৫৮৭ হোল্ডিং এ দেখা যায় ওই নামজারিটি মুশফিকুর রহমান, পিতার রুহুল আমিন, সাং: বাদিয়াপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর নাম আছে। ঐ নামের স্থলে মীর কামরুজ্জামান তার বাবার নাম মীর মীর লুৎফর রহমান জালিয়াতি করে বসিয়ে দেন।



মীর কামরুজ্জামান লেনিন

এছাড়া কামরুজ্জামানের তার বাবা মৃত মীর লুৎফর রহমান খারিজ টি অন্য আরেক জনের খারিজ দেখিয়ে করেছে যার নাম ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা: পালান শেখ স্ং◌া নিজ, খতিয়ান ১০১১ দাগ ৪৪৫১।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের ভলিউমের ১০১১ খতিয়ানে গেলে দেখা যায় ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা পালান শেখ তার দাগ নম্বর ২৬৯৬ এখানেও দাগ নম্বর ২৬৯৬ এর জায়গায় জালিয়াতি করে ৪৪৫১ বসিয়ে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, তিন জন ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। এসময় রুজিফা খাতুন ও মারজিয়া খাতুনের ৪৪৪৮ ও ৪৪৪৯ দাগের ২টি জমির খারিজ বহাল রেখে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করা হলো।

এবং বানুয়ারা খাতুনের ৪৪৫১ দাগের জমিটি খারিজের ক্ষেত্রে বড় জালিয়াতি দেখা যাচ্ছে। আগামী ২১ তারিখ শুনানি শেষে এ জালিয়াতি সত্যতা পেলে মীর কামরুজ্জামান লেনিনের বিরুদ্ধে উপজেলা ভূমি অফিস আদালতে জালিয়াতি মামলা দায়ের করবে ।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে

তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষ পর্যায়ে আছে। এর মধ্যেই ভুক্তভোগীরা মীর কামরুজ্জামানের কাছে থেকে কিছু জমি ফেরত পেলেন।

পড়ুন কামরুজ্জামানের প্রতারণার সেই সংবাদ মীর কামরুজ্জামান, প্রতারণায় ছুঁয়েছেন আসমান (ভিডিও সহ)

আরও পড়ুন মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ : মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আদালতের মামলা (ভিডিও)

কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনী পরিচয়ধারী প্রতারক আটক

কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনী পরিচয়ে চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে চাকুরী প্রত্যাশীদের নিকট হতে বিপুল পরিমান টাকা হাতিয়ে নেওয়া মোঃ রাকিবুল ইসলাম (২৪) নামে এক প্রতারককে আটক করেছে র্যাব।

বুধবার বিকেলের দিকে সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড কমান্ডার সিনিঃ এএসপি মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর নেতৃত্বে একটি চৌকষ আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরতলীর চৌড়হাস আর্দশপাড়া থেকে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করে।

আটককৃত প্রতারক মোঃ রাকিবুল ইসলাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ধুবইল এলাকার মোঃ আব্দুর রহমানের ছেলে।

সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড কমান্ডার সিনিঃ এএসপি মোঃ আবুল কালাম আজাদ জানান, কুষ্টিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সরকারী চাকুরীজীবি পরিচয়ে সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অনেক প্রতারক চক্র চাকুরী প্রত্যাশীদের নিকট হতে বিপুল পরিমান টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিলো।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরতলীর চৌড়হাস আর্দশপাড়া থেকে প্রতারক মোঃ রাকিবুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে।

এসময় আসামীর নিকট হতে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম ৩সেট, সেনাবাহিনীর বুট ১ সেট, সেনাবাহিনীর আইডি কার্ড ১টি, সেনাবাহিনীর বেল্ট ১টি, সেনাবাহিনীর ড্রাইভিং লাইসেন্স ১টি, সেনাবাহিনীর ফিল্ড ক্যাপ ১টি, সেনাবাহিনীর কাপড়ের মাস্ক ১টি, সেনাবাহিনীর ড্রেস

পরিহিত ছবি ৫টি, ন্যাশনাল আইডি কার্ড ১টি, মোবাইল ফোন ১টি এবং সীম কার্ড ১টি, উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামী তার নিজের অপরাধ স্বীকার করে এবং বহু লোককে চাকুরী দেওয়ার কথা বলে টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে জানায়। উদ্ধারকৃত আলামত সহ ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া সদর মডেল থানায় একটি প্রতারনার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনীতে প্রতারক আটক

আভিনব কায়দায় টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সময় হাতেনাতে এক প্রতারককে আটক করেছে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় গাংনী পাইলট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত হলো ফরিদপুরের মুকছুদপুর থানার বরুইহাট গ্রামের বারি শিকদারের ছেলে লিটন শিকদার (৪০)।
পুলিশ সুত্রে প্রকাশ, কিছুদিন ধরে অভিযুক্ত লিটন শিকদার মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের মৃত কফিল উদ্দিনের ছেলে জানবার আলিকে নাম মাত্র মুল্যে মাটি খুড়ে পাওয়া স্বর্ন দেবে বললে সে রাজি হয়ে যায়। এদিকে বিষয়টি জানতে পেরে জানবরের সন্তানরা প্রতারককে ধরতে কৌশল করে।
ঘটনারদিন আগে থেকে পরিকল্পনা করে গাংনী থানা পুলিশের সহযোগিতায় লিটন শিকদারকে আটক করে। এসময় লিটন শিকদারের নিকট থেকে পাঁচশত টাকার দুটি আসল নোট এবং ঐ নোট দিয়ে ঢেকে রাখা কাগজের বান্ডিল পাওয়া যায়।
গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম বলেন, আমার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর কেউ জড়িত আছে কিনা জানার চেষ্টা করছি।

-গাংনী প্রতিনিধি